ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা

শ্রেণিঃ নার্সারি

পাঠ ১ - আল্লাহর পরিচয়

মহান আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন।

তিনি এক এবং তাঁর কোনো শরিক নেই।

এই পৃথিবীর সবকিছু তিনি সৃষ্টি করেছেন।

আমরা আল্লাহর বান্দা এবং আমরা তাঁরই ইবাদত করি।

আমাদের ধর্মের নাম ইসলাম। ইসলাম শব্দের অর্থ শান্তি।

এসো নিজে করি

প্রশ্নঃ

১। আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন কে ?

২। আমরা কার বান্দা ?

৩। এই পৃথিবীর সবকিছু কে সৃষ্টি করেছেন ?

৪। আমাদের ধর্মের নাম কী ?

৫। ইসলাম শব্দের অর্থ কী ?

৬। কার কোন শরিক নেই ?

পাঠ ২ - ইমান

ইমান আরবি শব্দ, এর অর্থ বিশ্বাস। ইমান ইসলামের মূল ভিত্তি।

আল্লাহর ওপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপনই হল ইমান।

ইমান ও ইসলামের মূল ভিত্তি হলো কালেমা তায়্যিবা।

এ কালিমা স্বীকার না করলে কেউ ইসলামে প্রবেশ করতে পারে না।

কালেমা তায়্যিবা অর্থ হলো পবিত্র বাক্য।

কালেমা তায়্যিবা

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ।

অর্থঃ আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। হযরত মুহাম্মদ (স) আল্লাহর রাসুল।

এসো নিজে করি

প্রশ্নঃ

১। ইমান অর্থ কী ?

২। ইমান কাকে বলে ?

৩। ইসলামের মূল ভিত্তি কী?

৪। ইসলামের প্রথম কালেমা কী ?

৫। কালেমা তায়্যিবা বল।

পাঠ ৩ - নবি-রাসুল

মানুষকে সঠিক পথ দেখানোর জন্য আল্লাহ পৃথিবীতে অনেক নবি-রাসুল পাঠিয়েছিলেন।

আমাদের প্রথম নবি হলেন হযরত আদম (আ)।

আর শেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবি ও রাসুল হলেন হযরত মুহাম্মদ (স)।

হযরত মুহাম্মদ (স) পবিত্র মক্কা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন।

তিনি সবসময় সত্য কথা বলতেন ও কথা দিয়ে কথা রাখতেন। সকলেই তাঁকে বিশ্বাস করত এবং 'আল আমিন' বলে ডাকত। 'আল আমিন' এর অর্থ পরম বিশ্বস্ত।

হযরত মুহাম্মদ (স) এর ওপর যে কিতাব নাজিল হয়েছিল তার নাম কুরআন মজিদ।

এসো নিজে করি

প্রশ্নঃ

১। আল্লাহ পৃথিবীতে কেন অনেক নবি-রাসুল পাঠিয়েছিলেন ?

২। আমাদের প্রথম নবির নাম কী ?

৩। পৃথিবীর শেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবি কে ?

৪। হযরত মুহাম্মদ (স) কোথায় জন্মগ্রহণ করেন ?

৫। 'আল আমীন' এর অর্থ কী ?

৬। হযরত মুহাম্মদ (স) কে কেন সবাই 'আল আমীন' বলে ডাকত ?

৭। কুরআন মজিদ কার ওপর নাজিল হয়েছিল ?

পাঠ ৪ - ইবাদত

আল্লাহ তায়ালা ও রাসুল (স)-এর কথামতো কাজ করাকে ইবাদত বলে।
ইবাদত অর্থ কাজ করা, আমল করা, গোলামি করা।
সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত হচ্ছে সালাত। সালাত ইসলামের দ্বিতীয় ভিত্তি।
দিনে-রাতে মোট পাঁচবার ফরজ সালাত আদায় করতে হয়।
আমরা শুধু মহান আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করব।

এসো নিজে করি

প্রশ্নঃ

১। ইবাদত অর্থ কী ?
২। ইবাদত কাকে বলে ?
৩। আমরা শুধু কার ইবাদত করব ?
৪। ইসলামের দ্বিতীয় ভিত্তি কী ?
৫। সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত কোনটি ?
৬। দিনে-রাতে মোট কত বার সালাত আদায় করতে হয় ?

পাঠ ৫ - দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম

আমাদের দৈনন্দিন জীবনের এমন কোনো দিক নেই, যার পরিপূর্ন বিবরণ ইসলাম দেয়নি। ইসলাম প্রাত্যহিক জীবনের সব ক্ষেত্রেই দিয়েছে সহজ ও ভারসাম্যপূর্ণ নিয়মকানুন। তাই মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কিছু দোয়া পড়তে নির্দেশ দিয়েছেন।

সালাম বিনিময়ঃ সালাম হলো শান্তির জন্য দোয়া করা। এটি একটি ইবাদত। সালাম বিনিময় পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন তৈরি করে দেয়।

কারো সাথে দেখা হলে অন্য কিছু না বলে প্রথমে "আসসালামু আলাইকুম" বলে সালাম দিতে "আসসালামু আলাইকুম" এর অর্থ আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক।

সালামের জবাবে বলতে হবে "ওয়া আলাইকুমুস সালাম"। "ওয়া আলাইকুমুস সালাম" এর অর্থ আপনার উপরও শান্তি বর্ষিত হোক।

সালাম হলো ইমানের অঙ্গ এবং জান্নাতে প্রবেশের একটি রাস্তা। যে আগে সালাম দিবে সে বেশি সওয়াব পাবে। হযরত মুহাম্মদ (স) আগে সালাম দিতেন।

আউযুবিল্লাহঃ এটি হচ্ছে শয়তানের প্রভাব থেকে বাঁচার দোয়া।

সম্পূর্ণ আউযুবিল্লাহ হচ্ছে –

"আউযুবিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রাজীম"

অর্থঃ বিতাড়িত শয়তান থেকে আমি আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই।

সম্পূর্ণ আউযুবিল্লাহ পড়লে আল্লাহ তায়ালা শয়তানের প্রভাব থেকে রক্ষা করেন।

বিসমিল্লাহঃ যেকোনো ভালো কাজ শুরুর দোয়া।

সম্পূর্ণ বিসমিল্লাহ হচ্ছে – "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম"

অর্থঃ পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

সকল ভালো কাজের আগে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' বলতে হয়। বিসমিল্লাহ বলে কাজ শুরু করলে আল্লাহ তায়ালা কাজে বরকত দেন। তিনি খুশি হন। কাজটি সহজে সমাধান হয়।

আলহামদুলিল্লাহঃ "আলহামদুলিল্লাহ" এর অর্থ সকল প্রশংসা আল্লাহরই।

ভালো কোনো কিছু দেখলে বা শুনলে এবং কোন ভালো কাজ শেষ করলে আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা বা ধন্যবাদ স্বরূপ আলহামদুলিল্লাহ বলতে হয়। কেউ আলহামদুলিল্লাহ বললে তাঁকে আল্লাহ সওয়াব দেন এবং এটা সর্বোত্তম দোয়া।

সুবহানাল্লাহঃ "সুবহানাল্লাহ" এর অর্থ সকল পবিত্রতা আল্লাহর ।

আল্লাহর কুদরতের কথা শুনলে বা দেখলে, আশ্চর্যজনক ভালো কোনো কাজ হতে দেখলে কিংবা বিস্ময়কর ভালো কোনো কথা শুনলে সাধারণত এটি বলা হয়ে থাকে।

একবার আলহামদুলিল্লাহ বললে জান্নাতে একটি গাছ তৈরি হয়। আর একবার সুবহানাল্লাহ বললে সেই গাছে আল্লাহ তায়ালা একটি ফল তৈরি করে দেন।

মাশাআল্লাহঃ "মাশাআল্লাহ" এর অর্থ আল্লাহ যা ইচ্ছে করেন তাই হয়।

এটি আলহামদুলিল্লাহ মতোই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অর্থাৎ যে কোনো সুন্দর এবং ভালো কাজ দেখলে এটি বলতে হয়।

ইনশাআল্লাহঃ "ইনশাআল্লাহ" এর অর্থ মহান আল্লাহ যদি চান।

ভবিষ্যতের হবে, করবো বা ঘটবে এমন কোনো ভালো কাজের ক্ষেত্রে ইনশাআল্লাহ বলতে হয়। ইনশাআল্লাহ বললে আল্লাহ খুশি হন। আল্লাহ খুশি হলে কাজের গতি বৃদ্ধি পায়। ভবিষ্যতের বাধাবিপত্তি কেটে যায়।

নাউযুবিল্লাহঃ "নাউযুবিল্লাহ" এর অর্থ আমরা মহান আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই।

যে কোনো মন্দ ও গুনাহের কাজ দেখলে তার থেকে নিজেকে আত্মরক্ষার্থে এটি বলতে হয়।

আসতাগফিরুল্লাহঃ "আসতাগফিরুল্লাহ" এর অর্থ আমি মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই। অনাকাঙ্খিত কোনো অন্যায় বা গুনাহ হয়ে গেলে এটি বলতে হয়।

জাযাকাল্লাহ খাইরঃ "জাযাকাল্লাহ খাইর" এর অর্থ মহান আল্লাহ আপনাকে সর্বোত্তম প্রতিদান দান করুন।

কেউ আপনার কোনো উপকার করলে তাকে জাযাকাল্লাহ খাইর বলতে হয়।

আল্লাহ হাফেজঃ "আল্লাহ হাফেজ" অর্থ মহান আল্লাহ সর্বোত্তম হেফাজতকারী।

কারও কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার সময় আল্লাহ হাফেজ বলতে হয়।

এসো নিজে করি

প্রশ্নঃ

০১। কারো সাথে দেখা হলে আমরা কী বলব?
০২। সালামের জবাব কীভাবে দিতে হয়?
০৩। শয়তানের প্রভাব থেকে বাঁচার জন্য কোন দোয়া পড়তে হয়?
০৪। কোনো ভালো কাজের আগে কী বলতে হয়?
০৫। আলহামদুলিল্লাহ শব্দের অর্থ কী? কখন ও কেন আলহামদুলিল্লাহ বলতে হয়?
০৬। সুবহানাল্লাহ শব্দের অর্থ কী? কখন সুবহানাল্লাহ বলতে হয়?
০৭। আলহামদুলিল্লাহ ও সুবহানাল্লাহ বললে জান্নাতে কী কী তৈরি হয়?
০৮। আলহামদুলিল্লাহ এর মতো আর কি শব্দ ব্যবহার করা হয়? তার অর্থ বল।
০৯। ইনশাআল্লাহ শব্দের অর্থ কী? কখন ও কেন ইনশাআল্লাহ বলতে হয়?
১০। নাউযুবিল্লাহ শব্দের অর্থ কী? কখন ও কেন নাউযুবিল্লাহ বলতে হয়?
১১। অনাকাঙ্খিত কোনো অন্যায় বা গুনাহ হয়ে গেলে কী বলতে হয় ? তার অর্থ বল।
১২। জাযাকাল্লাহ খাইর শব্দের অর্থ কী? কখন জাযাকাল্লাহ খাইর বলতে হয়?
১৩। কারও কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার সময় কী বলতে হবে? তার অর্থ বল।